ছোটদের উপহার

# দু'আ ও যিক্‌র


## ড. আবূ বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

আল-ফিকহ এ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ



সবুজপত্র

# ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহর জন্যই সকল হামদ, সালাত ও সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

তারপর, আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন, তা পালন করেই দুনিয়ায় জীবন-যাপন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছর বয়সে থাকবে; তারপর তাদেরকে সেটা আদায় না করলে প্রহার কর, যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছে যাবে।' [মুসনাদে আহমাদ ১১/২৮৫]

আর আকীদার বিষয়টি আরো আগে শিক্ষা দিতে হয়, তাই দুনিয়ায় আসার পরেই তার কানে শাহাদাতাইন তথা 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' তাকে শোনাতে হয়। কথা বলতে শিখলে তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হয়। তাকে জানাতে হয়, কে তার রব্ব, কে তার মালিক ও কে তার পরিচালক? কে তার রিযিকদাতা? তিনি আছেন কোথায়? আরো জানাতে হয়, কার কাছে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে? বিপদে পড়লে কার কাছে ধর্ণা দিতে হবে? অভাব পূরণের জন্য কী করতে হবে? সাথে সাথে তাকে জানাতে হবে, তার নবী কে? কার কথা তাকে বেশি শুনতে হবে? ইত্যাদি। যেমনটি করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে বাহনের পিছনে বসিয়ে।

আমাদেরকেও সে একই নীতি অবলম্বন করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে। শিশুর মানসে দীন ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হবে। একজন পিতা, একজন মাতা, একজন শিক্ষক যদি শিশুকে একই ধারার শিক্ষা দিতে পারেন, তবে তার বেড়ে উঠা হবে নিষ্কণ্টক ও নির্জঞ্জাট। তারা আল্লাহর রহমতে আর কখনো খারাপ পথে পা বাড়াবে না। নাস্তিক্যবাদ তাদের মন-মানষে কখনো স্থান পাবে না।

কাজেই আমাদেরকে যে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া দরকার, তা হচ্ছে শিশুদেরকে আকীদা, আমল-আখলাক, দু'আ-যিকর ইত্যাদিতে বিশুদ্ধ মানহাজের ওপর বড় করা। কিন্তু শিশুদের উপযোগী করে তোলা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কোন্ শব্দটি লিখলে শিশুরা সহজে বুঝতে পারবে তা শিশুদের মতো করে চিন্তা করতে হবে। আবার অনেক কিছু আছে, যা শিশুদেরকে জানানো শোভনীয় হয় না।

# সূচিপত্র


| নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম | ০৮ |
| | দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ ও যিক্‌র | ১৪ |
| ০১. | ঘুম থেকে জেগে উঠার সময়ের যিক্‌র | ১৪ |
| ০২. | কাপড় পরিধানের দু'আ | ১৪ |
| ০৩. | কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে | ১৪ |
| ০৪. | টয়লেটে ঢুকার দু'আ | ১৫ |
| ০৫. | টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু'আ | ১৫ |
| ০৬. | ওযূর শুরুতে যিক্‌র | ১৫ |
| ০৭. | ওযূ শেষ করার পর যিক্‌র | ১৫ |
| ০৮. | ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের যিক্‌র | ১৬ |
| ০৯. | ঘরে ঢুকার সময় যিক্‌র | ১৭ |
| ১০. | খাওয়ার আগে দু'আ | ১৭ |
| ১১. | খাওয়া শেষ করার পর দু'আ | ১৮ |
| ১২. | কেউ খাওয়ালে তার জন্য দু'আ | ১৮ |
| ১৩. | আযানের বাক্য | ১৮ |
| ১৪. | আযান শুনলে যা পড়বে | ১৯ |
| ১৫. | মাসজিদে ঢুকার দু'আ | ২০ |
| ১৬. | মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ | ২০ |
| ১৭. | ইক্বামাতের বাক্য | ২১ |
| ১৮. | তাকবীরে তাহরীমার পরের দু'আ (ছানা) | ২১ |
| ১৯. | রুকূ'র দু'আ | ২২ |
| ২০. | রুকূ' থেকে উঠার দু'আ | ২২ |
| ২১. | সাজদার দু'আ | ২২ |

# আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।"[১]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে; এক-কম একশত।[২] যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে হিফয করবে (অর্থ বুঝবে ও তা দিয়ে আল্লাহকে আহ্বান করবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

| | | |
|---|---|---|
| ১ | اَللّٰهُ | আল্লাহ (সৃষ্টির বন্দেগী ও দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী) |
| ২ | اَلْإِلٰهُ | মা'বূদ, উপাস্য |
| ৩ | اَلرَّبُّ | রব, প্রতিপালক |
| ৪ | اَلرَّحْمٰنُ | দয়াময় |

১. সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৮০।

২. হাদীসে মহান আল্লাহর ৯৯টি নামের কথা এসেছে। সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, তবে একসাথে কোনো সহীহ হাদীসে সকল নাম আসেনি। তাই আলেমগণ কুরআন থেকে এসব নাম একত্রিত করে দেখেছেন তা নিরানব্বইটি হয় না, তারপর তারা সহীহ হাদীস থেকে এসব নাম জমা করে কুরআনে আসা নামগুলোর সাথে একত্রিত করে দেখলেন তা একশত আট বা দশটির মতো হয়ে যায়। তখন তারা কাছাকাছি একই শব্দমূল থেকে প্রাপ্ত নামসমূহ একসাথে বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে আলেমগণ ৯৯ নাম একত্রিত করতে ইজতিহাদ করেছেন। তখন অনেকেই আবার এমন নামও যুক্ত করেছেন যা কুরআন কিংবা সহীহ হাদীসে আসেনি। সেসব সম্মানিত আলেমগণের ইজতিহাদকে পুঁজি করে আমরা এখানে আল্লাহর ৯৯টি নাম - যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তা সাজিয়ে লেখার প্রয়াস পেয়েছি।

৩. সহীহ বুখারী: ৬৪১০।

| | | |
|---|---|---|
| ৫ | اَلرَّحِيْمُ | পরম দয়ালু |
| ৬ | اَلْحَيُّ | চিরঞ্জীব |
| ৭ | اَلْقَيُّوْمُ | স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বসত্তার ধারক |
| ৮ | اَلْخَالِقُ، اَلْخَلَّاقُ | সৃষ্টিকর্তা, মহাস্রষ্টা |
| ৯ | اَلْبَارِئُ | নব-উদ্ভাবনকর্তা |
| ১০ | اَلْمُصَوِّرُ | রূপদাতা |
| ১১ | اَلْمَلِكُ، مَالِكُ الْمُلْكِ | প্রকৃত মালিক, সার্বভৌম রাজত্বের মালিক |
| ১২ | اَلْمَلِيْكُ | মহাঅধিপতি |
| ১৩ | اَلرَّزَّاقُ، اَلرَّازِقُ | মহারিযিকদাতা, রিযিক দানকারী |
| ১৪ | اَلْأَحَدُ، اَلْوَاحِدُ | এক ও অদ্বিতীয় |
| ১৫ | اَلصَّمَدُ | স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী |
| ১৬ | اَلْهَادِى | পথপ্রদর্শক |
| ১৭ | اَلْوَهَّابُ | মহাদাতা |
| ১৮ | اَلْفَتَّاحُ | শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী |
| ১৯ | اَلسَّمِيْعُ | সর্বশ্রোতা |
| ২০ | اَلْبَصِيْرُ | সর্বদ্রষ্টা |
| ২১ | اَلْعَلِيْمُ | সর্বজ্ঞ |
| ২২ | اَللَّطِيْفُ | সূক্ষ্মদর্শী ও অনুগ্রহকারী |
| ২৩ | اَلْخَبِيْرُ | সবিশেষ অবহিত |

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়

# দু'আ ও যিক্‌র

[০১]

## ঘুম থেকে জেগে উঠার সময়ের যিক্‌র

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ»

"হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট সকলের পুনরুত্থান।"[১]

[০২]

## কাপড় পরিধানের দু'আ

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ»

"সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ (কাপড়)টি পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন।[২]

[০৩]

## কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে

«بِسْمِ اللّٰهِ»

"আল্লাহর নামে (খুলে রাখলাম)।"[৩]

---

১. সহীহ বুখারী: ৬৩১৪; সহীহ মুসলিম: ২৭১১।
২. আবূ দাউদ: ৪০২৩; তিরমিযী: ৩৪৫৮; ইবন মাজাহ: ৩২৮৫।
৩. তিরমিযী: ৬০৬।

[০৪]

## টয়লেটে ঢুকার দু'আ

«(بِسْمِ اللهِ) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث»

"(আল্লাহর নামে) হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র নর জিন্ ও নারী জিন্ থেকে আশ্রয় চাই।"[১]

[০৫]

## টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু'আ

«غُفْرَانَكَ»

"আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।"[২]

[০৬]

## ওযূর শুরুতে যিক্‌র

«بِسْمِ اللهِ»

"আল্লাহর নামে।"[৩]

[০৭]

## ওযূ শেষ করার পর যিক্‌র

(০৭/১)

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[৪]

---

১. সহীহ বুখারী: ১৪২; সহীহ মুসলিম: ৩৭৫। শুরুতে অতিরিক্ত 'বিসমিল্লাহ্' উদ্ধৃত করেছেন সা'ঈদ ইবন মানসূর। দেখুন, ফাতহুল বারী- ১/২৪৪।

২. আবূ দাউদ: ৩০; তিরমিযী, নং ৭; ইবন মাজাহ: ৩০০।

৩. আবূ দাউদ: ১০১; ইবন মাজাহ: ৩৯৭; মুসনাদ আহমাদ: ৯৪১৮।

৪. সহীহ মুসলিম: ২৩৪।

[১১]

## খাওয়া শেষ করার পর দু'আ

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ»

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়, ছিল না কোনো শক্তি-সামর্থ্য।"[১]

[১২]

## কেউ খাওয়ালে তার জন্য দু'আ

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»

"হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তাতে তাদের জন্য বরকত দিন এবং তাদের গুনাহ মাফ করুন, আর তাদের প্রতি দয়া করুন।"[২]

[১৩]

## আযানের বাক্য

| | |
|---|---|
| اَللّٰهُ اَكْبَرُ | ৪ বার |
| اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ | ২ বার |
| اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ | ২ বার |
| حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ | ২ বার |
| حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ | ২ বার |
| اَللّٰهُ اَكْبَرُ | ২ বার |
| لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ | ১ বার |
| ফজরের নামাযে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ বলার পর- اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ | ২ বার |

১. আবূ দাউদ: ৪০২৫; তিরমিযী: ৩৪৫৮; ইবন মাজাহ: ৩২৮৫।
২. সহীহ মুসলিম: ২০৪২।

[৬১]

## লাইলাতুল ক্বদরের দোআ

«اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ»

"হে আল্লাহ! আপনি পাপ মোচনকারী, পাপ মোচন করতে ভালোবাসেন। সুতরাং, আমার পাপ মোচন করে দিন।"[১]

[৬২]

## রাতে ঘুমে পাশ ফিরালে পড়ার দু'আ

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ»

"মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই। (তিনি) আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর রব্ব, প্রবলপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"[২]

[৬৩]

## ঘুমে ভয় পেলে বা একা লাগলে পড়ার দু'আ

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ»

"আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের উসীলায় তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।"[৩]

---

১. তিরমিযী ৩৫১৩; ইবন মাজাহ ৩৮৫০।

২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন তা বলতেন। নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ: ২০২; ইবনুস সুন্নী: ৭৫৭। আরও দেখুন, সহীহুল জামে'- ৪/২১৩।

৩. আবূ দাউদ: ৩৮৯৩; তিরমিযী: ৩৫২৮।